জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন সভা

ভূমিকা:

কোস্ট ট্রাস্ট নারী-পুরুষের সমতা অর্জন তথা জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে জেন্ডার ইস্যুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রস কাটিং ইস্যু হিসাবে বিবেচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। আর একাজটি যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোস্ট ট্রাস্ট এর সুনির্দিষ্ট জেন্ডার নীতিমালা রয়েছে যা সঠিকভাবে প্রতিপালনে প্রতিষ্ঠানটি সদা সচেষ্ট থাকে। সংস্থাটি বিশ্বাস করে নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্যকরণের মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন এবং সমতা বিধান সম্ভব।

একইসাথে এই প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখতে প্রতিষ্ঠানটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পৃথক একটি নীতিমালা তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই তাগিদ থেকে গত ১৪ মে, ২০০৯ সালে প্রদত্ত মহামান্য হাইকোর্টের দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুযায়ি একটি 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করে। সেখানে কোন কর্মী যদি, নারী কর্মী /উপকার ভোগির প্রতি যৌন হয়রানি/নির্যাতন বিষয়ক ইস্যুর সাথে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সংস্থার শৃংখলা অনুযায়ি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এই উদ্দেশ্যে সংস্থার সকল নারী কর্মীকে নিয়ে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াসে ভোলা, নোয়খালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার এই চারটি অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক 'জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা' এর আয়োজন করে সংস্থা। যেখানে নারীকর্মীগণ তাদের প্রাপ্য সুবিধাদি, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্যাসমূহ সমাধানে উদ্যোগী হন।

সভা আয়োজনের লক্ষ্য:

- জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি এই সভার অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্দেশ্যসমূহ:

- এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মীকে, নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারে বিশ্বাসী করা;
- পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও সংস্কৃতি বিলোপের ক্ষেত্র হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অঙ্গীকার করা;
- সব ধরনের কাজ করার ক্ষমতাই নারীরা রাখে, এমন উদাহরণ সৃষ্টি করে সকলকে উৎসাহিত করা;
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের অশোভন বাক্য, মন্তব্য ও আচরণ করা বা প্রদর্শন ইত্যাদি থেকে প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা;
- সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয় ধরনের কর্মীকেই সমভাবে বিবেচনা করা এবং
- জেন্ডার নীতিমালা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা যথাযথভাবেমেনে চলা।

পদ্ধতি:

- আলোচনা
- উপস্থাপনা উপস্থাপন

আউটরীচ আঞ্চল

বিএমটিসি

০৫ ডিসেম্বর, ২০১৪; শুক্রবার, সকাল ১০.৩০টা

গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৪ আউটরীচ অঞ্চলের পুরুষ কর্মীদের নিয়ে বিএমটিসি তে জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা আয়োজনে যৌথভাবে সমন্বয় করেন ফেরদৌস আরা রুমী, প্রধান-জেন্ডার ও প্রশিক্ষণ এবং আব্দুর রব, আরপিসি, আউটরীচ । সভা সঞ্চালনা করেন রাশিদা বেগম, রিজিওনাল টীম লিডার। সভায় চরাঞ্চলের পুরুষ সহকর্মীদের নিয়ে জেন্ডার ও উন্নয়ন এবং যৌনহয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালা বিষয়ক আলোচনা এবং সংস্থার এসংক্রান্ত নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়। এটি উপস্থাপন করেন সংস্থার পক্ষ থেকে ফেরদৌস আরা রুমী।

আলোচ্য বিষয় :

১. সভার শুরুতে প্রধান-জেন্ডার ও প্রশিক্ষণ কোস্ট ট্রাস্ট'র জেন্ডার পলিসি সম্পর্কে উপস্থিত সবাই কতটা অবগত, মেনে চলেন এবং তা একটি প্রতিষ্ঠানে থাকা জরুরি সেম্পর্কে জানতে চান। উপস্থিত সহকর্মীগণ বলেন, পিছিয়ে পড়া নারীদের চাকুরীর জন্য উৎসাহিত করা, বিশেষ ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং নারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ । এসময় ফেরদৌস আরা রুমী বলেন, একজন নারী শিক্ষিত হলে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। শুধু তাই নয় দেশের অথনীতিতেও সে অবদান রাখে।
২. তিনি আরো বলেন, একজন নারী কর্মক্ষেত্রেসহ সকল ক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবে যা তার মানবাধিকার। কেউ তাকে বঞ্চিত বা তার প্রতি বৈষম্য করতে পারবে না। সেকারণে আমরা নারী সহকর্মীদের কাজে সহযোগিতা, সহনশীল মনোভাব দেখাই তাহলে নারীরা পারিবারিক কাজের পাশাপাশি চাকরী করে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ভূমিকা রাখতে পারবে। নারী সহকর্মীদের মানসিক অবস্থা, সমস্যা চিহ্নিত করে তাদেরকে সংস্থার পলিসি অনুযায়ী আচরণ ও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।
৩. এই পর্যায়ে প্রধান-জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণ, যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সংজ্ঞা, কৌশল, কমিটি গঠন প্রণালী, অভিযোগ দাখিল এবং শাস্তির বিধান ইত্যাদি বিষয়ে উপস্থাপন করেন।
৪. ফিড ব্যাক সেশন : উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনার পর ফিড ব্যাক সেশনে প্রথমে সিডিওদের পক্ষে চর জহির উদ্দিন থেকে মোঃ হারুন বলেন, আমরা না জেনে নারী সহকর্মীদের সাথে হয়তো আচরণ খারাপ করতে পারি। তবে এখন থেকে তা করবো না। অফিসিয়াল এবং ব্যক্তিজীবনে এই সভার আলোচনাকে কাজে লাগাবো। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোঃ ইলিয়াছ শাখা হিসাব, সাকুচিয়া বলেন, এখন থেকে নারী কর্মী, সদস্যের সাথে সহায়তামূলক, সহানুভূতিশীল করবো। শাখা ব্যবস্থাপকের পক্ষে মোঃ শাহিন বলেন, নারী সহকর্মীদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করবো। সমস্যা আগে জানবো এর পর সমাধান দিবো। ছুটির বিষয়গুলোও বিবেচনা করবো। আব্দুর রব, আরপিসি, বলেন- নারী সহকর্মীদের সমস্যাগুলো জেনে তাদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কাজের গতিশীলতা আনয়নের জন্য আমাদের নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শূণ্য সহিষ্ণুতা নীতিমালার পাশাপাশি যৌনহয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালাটিও সবসময় মেনে চলতে হবে এবং অন্যদেরকেও মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। আরটিএর রাশিদা বেগম সহকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।